কালের কণ্ঠ

তারিখ 17 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

ক্ষমতাসীনদের কাছে প্রত্যাশা ও আদর্শহীন ছাত্ররাজনীতি

বর্তমান সরকার এমন একটি তথাকথিত ছাত্রসংগঠনকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাবে, অথচ একই সঙ্গে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে গণনন্দিত হবে এবং দশম সংসদের নির্বাচন নিয়ে সৃষ্ট সব বিতর্কের অবসান ঘটাতে পারবে, এমন প্রত্যাশা একেবারেই অসম্ভবের প্রত্যাশা। সে রকম অসম্ভবের পেছনে না ছুটলেই বর্তমান কর্তৃত্বশীলরা শুভবুদ্ধির পরিচয় দেবেন। তা না হলে যেসব মন্ত্রী-এমপি আত্মসমালোচনামূলক বক্তব্য প্রকাশ করে ও ভুল স্বীকার করে জনগণের প্রশংসাভাজন হয়েছেন, তাঁদের সব সদাচরণই 'মরুপথে হবে হারা'

চৈতন্যের মুক্ত বাতায়ন

যতীন সরকার

দশম জাতীয় সংসদের বৈধতা, গ্রহণযোগ্যতা বা নৈতিকতা নিয়ে বিতর্কের যত তুফানই ছোটানো হোক না কেন, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সেই সংসদ চালু হয়ে গেছে। গঠিত হয়েছে নতুন মন্ত্রিসভাও। যাঁরা এই সংসদ ও সরকারকে পুরোপুরি অবৈধ বলছেন, তাঁরাও তো এই সরকার তথা সরকারি দলের সঙ্গেই সংলাপে বসতে চাইছেন। দেশের বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংলাপে প্রবৃত্ত হবে, পরস্পরের অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবে, গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবে এবং সবাই সর্বক্ষেত্রে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে—এ রকমটি সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই কাম্য। তবে যেসব দল বা গোষ্ঠী দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকেই স্বীকার করে না, মুক্তিযুদ্ধের যারা বিরোধিতা করেছিল, স্বাধীনতাকামী স্বদেশবাসীকে পৈশাচিক উল্লাসে হত্যা ও নারীদের সম্ভ্রম লুণ্ঠনে নিরত ছিল যে কুলাঙ্গাররা এবং এখনো যারা শত্রুর দালালরূপে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের ও তাদের সহযোগী-সহমর্মীদের সঙ্গে কোনোরূপ সংলাপ ও সমঝোতাই চলতে পারে না। ওই ঘৃণ্য শত্রুদের সঙ্গ পাঁচ বছরই এই সরকার ক্ষমতায় থাকবে'—ক্ষমতাসীনদের যাঁরা এমন কথা বলছেন, তাঁদের কথায় আইনের বরখেলাপ হচ্ছে না, অবশ্যই। তবে বর্তমান বাস্তবতার নিরিখটি কিন্তু অন্য রকম। নির্বাচনের আগেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই অন্য রকম নিরিখটির কথা বিবেচনায় রেখেছিলেন। কারণ তিনি জানেন ও মানেন যে আইনানুগ হলেই সব কাজ সব সময় সবার মান্যতা পায় না। তাই আগেই তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে রেখেছিলেন, 'নিয়ম রক্ষার নির্বাচনের' মধ্য দিয়ে দশম সংসদ গঠিত হওয়ার পরই একাদশ সংসদ নির্বাচনের কথা ভাবা হবে। এই বক্তব্য থেকে তো তিনি সরে যাননি। তাহলে কোনো কোনো মন্ত্রী-এমপি অন্য রকম কথা বলে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করছেন কেন? তাঁদের সবার বরং এমন প্রযত্ন গ্রহণ করা উচিত, যাতে সরকারটি কোনোভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে না থাকে, জনগণের নানা সন্দেহ-সংশয়ের নিরসন ঘটে, গণ-প্রত্যাশা পরিপূরণের মধ্য দিয়ে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সুখের কথা, এ সরকারের অনেকেই ইতিমধ্যে সদর্থক আচরণেরও পরিচয় দিচ্ছেন। ক্ষমতাসীনদের কেউ কেউ আত্মসমালোচনাও করছেন। এই তো কয়েক দিন আগে, ২৮ জানুয়ারি, মাননীয় সমাজকল্যাণমন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলী তাঁর একটি অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। সেই 'অবাঞ্ছিত আচরণ'টি ছিল সিলেটে একটি স্কুলের কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মঞ্চে বসে প্রকাশ্যে ধূমপান। কাজটি যে মোটেই সংগত হয়নি, সে বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে মন্ত্রী মহোদয় সবার প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

এরও কয়েক দিন আগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে নির্বাচিত ছাত্ররাজনীতিতে এই অশুভ ধারার সূচনা করেছিলেন। পরে এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে ছাত্রলীগেও। ...মাঝে ছাত্রলীগের এসব অপকর্ম ব্যাপকতাও পেয়েছিল। দুঃখজনকভাবে যা এখনো অব্যাহত আছে।... গত মেয়াদে ছাত্রলীগ নামধারীদের এই পর্যন্ত অপরাধ সরকারের অনেক বড় সাফল্যকেও ম্লান করে দিয়েছে। এ মেয়াদে তার পুনরাবৃত্তি হোক, তা কাম্য নয়।'

কিন্তু যা কাম্য নয় তাই তো ঘটে চলছে। মোস্তাফিজ চৌধুরীর এমন কড়া মন্তব্য প্রকাশের মাত্র পাঁচ দিন যেতে না যেতেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটল, তাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে ছাত্রলীগ তার পুরনো চেহারায় ফিরে গেছে ('পুরনো চেহারা' মানে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একান্ত গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল যে ছাত্রলীগের, প্রাক-স্বাধীনতাকালের সেই চেহারা নয়)। এ চেহারাটি তৈরি হয়েছে একাত্তরই নিকট অতীতে, বিগত শতকের শেষ পর্বে। এই চেহারাটিই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলায়। ছাত্রসংগঠনটির এ রকম আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করে স্বয়ং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকেও বলতে হয়েছে, 'এর আগে বিশ্বজিতের ঘটনায় আমাদের মাথা নিচু হয়ে গিয়েছিল, এখন এ ঘটনায় আমাদের নাক-কান কাটা গেল।'

শুধু নাক-কান কাটা বা মাথা নিচু হওয়া নয়, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত যাঁরা, তাঁদের সবারই লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়ার কথা। কিন্তু তাঁদের ভেতর এমন অনেকেই আছেন, যাঁদের মাথা এত শক্ত ও উঁচু যে তার সামনে শির নত হয় 'শিখর হিমাদ্রির'। আর লজ্জা? রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন হওয়া বা ক্ষমতাপ্রত্যাশী হওয়ায় 'লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, তিন থাকতে নয়'।

এ রকমই যদি না হবে, তাহলে গণমাধ্যমের ক্যামেরায় যা স্পষ্ট ধরা পড়ল তা নিয়েও কেন চলে নানা লুকোছাপা ও লুকোচুরির খেলা? কী করে সরকারি দলেরই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্রী-এমপিদের ছাড়িয়ে প্রতাপে প্রবলতর হয়ে ওঠে সরকারের সহযোগী বলে চিহ্নিত ছাত্রসংগঠনের দাপট? কেনই বা ওদের দাপটের সামনে নতজানু হয়ে থাকতে বাধ্য হয় সমাজের সর্বস্তরের মানুষ?

প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার জন্য দৃষ্টি ফেরাতে হবে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর নিহত হওয়ার পরবর্তী দিনগুলোর দিকে। সে সময়ই বাংলাদেশটিকে পাকিস্তানি ধারায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সূত্রপাত ঘটে। প্রথমে খন্দকার মোশতাক, পরে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ—তাঁরা সবাই ধাপে ধাপে দেশটির পাকিস্তানায়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানের অনুরূপ একটি অপরাষ্ট্রে